গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধী বারি ৩৩ জাত নিয়ে আশাবাদ বিশেষজ্ঞদের

গমের ব্লাস্ট একটি ক্ষতিকর ছত্রাকজনিত রোগ। ছত্রাকটির বৈজ্ঞানিক নাম ম্যাগনাপরথি অরাইজি (পাইরিকুলারিয়া অরাইজি) প্যাথোটাইপ ট্রিটিকাম। গমের শীষ বের হওয়া থেকে ফুল ফোটার সময়ে তুলনামূলক উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া থাকলে এ রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

তবে এ মৌসুমে গমে শীষ বের না হওয়ায় এখনো এখনো রোগের সংক্রমণ বোঝা যায়নি। এ রোগের কারণে গমের ফলন বিপর্যয় হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ফলন একেবারেই কমে যায়।

মেহেরপুরসহ দেশের ৬টি জেলায় গত চার বছর ধরে এ রোগটি দেখা দিয়েছে। পরপর দুই বছর এ রোগের সংক্রমন থেকে মুক্তিপেতে সরকারি ভাবে গম চাষের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। তারপরও কিছু চাষী গম চাষ করায় ব্লাষ্ট রোগটি নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। তবে ব্লাষ্ট রোগটি নির্মূলে এবং এর প্রতিরোধী গমের জাত নির্নয়ে গত ৩তন বছর ধরে মেহেরপুরে গবেষনা চলছে।

আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিমিট, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইন্সটিটউট, বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইন্সটিটউট, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গত তিন বছর ধরে মেহেরপুরে ব্লাষ্ট নির্মূল ও প্রতিরোধী জাত তৈরিতে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বারি ৩৩ জাত সহ কয়েকটি প্রতিরোধী জাতও উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে কৃষি বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে।

রোগের ইতিহাস ও লক্ষণ

১৯৮৫ সালে সর্বপ্রথম ব্রাজিলে দেখা যায়। পরে ব্রাজিলসহ দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, আর্জেন্টিনা এসব দেশে এর বিস্তার হয়। বিভিন্ন সময়ে প্রায় ৩০ লাখ হেক্টর গমের জমি ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয় এবং ফলন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে

যশোর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, বরিশাল ও ভোলা জেলায় প্রায় ১৫ হাজার হেক্টর জমিতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, যা মোট গম আবাদি জমির প্রায় ৩ শতাংশ। তবে মেহেরপুরের গমের ব্লাস্ট রোগের কারণে প্রকৃত ক্ষতির মাত্রা ছিল আরো ভয়াবহ। সরকারিভাবে এই রোগটি প্রথম সনাক্ত করা হয় মেহেরপুরের মুজিবনগরে।

এ রোগের কারণে আক্রান্ত গমের ফলন শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ কমে যায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কোনো ক্ষেতের ফসল প্রায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্লাস্ট আক্রান্ত গম খেতের কোনো কোনো স্থানে শীষ সাদা হয়ে যায় এবং অনুকূল আবহাওয়ায় তা অতি দ্রুত সমগ্র খেতে ছড়িয়ে পড়ে। গমের কিছু শীষের উপরিভাগ শুকিয়ে সাদাটে বর্ণ ধারণ করে যা সহজেই নিম্নভাগের সবুজ ও সুস্থ অংশ থেকে আলাদা করা যায়।

আবার কোনো কোনো শীষের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই শুকিয়ে সাদাটে হয়ে যায়। এটি গমের ব্লাস্ট রোগের আদর্শ লক্ষণ। প্রধানত গমের শীষে ছত্রাকের আক্রমণ হয়। কৃষি বিজ্ঞানীদের ভাষ্যমতে, আক্রান্ত বীজ এবং বাতাসের মাধ্যমে গমের ব্লাস্ট রোগ ছড়ায়। বৃষ্টির কারণে গমের শীষ ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা ভেজা থাকলে এবং তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা এর বেশি হলে এ রোগের সংক্রমণ হয় এবং রোগের জীবাণু দ্রুত বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তবে গমের ব্লাস্ট রোগ প্রাদর্ভাবের জন্যে আবহাওয়া সব সময় সুনির্দিষ্ট কোন নিয়মের আওতায় পড়েনা।

২০১৬ সালে গমের ব্লাস্ট রোগ দেখা দেয়ার ফলে, মেহেরপুরের বারাদি বিএডিসি খামার ও চিতলা বিএডিসি খামারের সকল গমসহ এবং চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ খামারের ২১০ হেক্টর গম আক্রান্ত গম বীজ খেতের সমস্ত জমি আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। সেইসাথে সরকারিভাবে গম আক্রান্ত সকল জেলাতে ২০১৭ সালে গম চাষ না করার জন্যে সরকারিভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং ২০১৮ সালের গম চাষে নিরুৎসাহিত করা হয়। এরপরও কৃষকরা তাদের জমিতে গম চাষ করায় পুনরায় মেহেরপুরে ব্লাস্ট রোগ দেখা দেয়।

গবেষণা

গমের ব্লাস্ট রোগ দেখা দেয়ার পর থেকে, ২০১৭ সাল হতে মেহেরপুর জেলাকে ব্লাস্ট রোগের ‘হটস্পট’ বিবেচনা করে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা গবেষণা

কেন্দ্র বা সিমিট এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থায়ন করছে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং কৃষি গবেষণা ফাউণ্ডেশন (কেজিএফ)।

দেশি বিদেশি বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গমের ব্লাস্ট নিয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়। বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইন্সটিটউট ,বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইন্সটিটউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ব বিভাগ এবং গাজীপুরস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ব্লাস্ট নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারে এবং আক্রান্ত জমিতেও এ গবেষনা পরিচালনা করা হচ্ছে।

বিগত ২০১৮ সালে মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলার দিঘিরপাড়া এলাকায় কৃষকের জমি লিজ নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইন্সটিটিউট, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট।

মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনাডাঙ্গার কৃষকের জমিতে গবেষণা পরিচালনা করেন যৌথভাবে বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ব বিভাগ এবং সদর উপজেলার উজলপুরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন গাজীপুরস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ।

এসব গবেষণার নেতৃত্ব দেন উদ্ভিদ রোগতত্ব গবেষক প্রফেসর ড. বাহাদুর মিয়া, প্রফেসর ড. তোফাজ্জেল হোসেন, প্রফেসর ড. আলী হোসেন, ড. নরেশ দেব বর্মা, ড. পরিতোষ মালাকার।

এছাড়াও ব্রিটিশ রয়েল সোসাইটি ফেলো প্রফেসর ড. নিকোলাস ট্যালবোট, প্রফেসর ড. সোফিয়ান কামাউন, ড. মোরিশিও, ড. পবন সিং, ড. টি পি তেওয়ারি নানাভাবে এসব গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

এ গবেষনা দলকে সহায়তা করছেন এবং মুখ্য ভুমিকা পালন করছেন মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কিটতত্ত্ববিদ ড. আখতারুজ্জামান।

একটি টিম চলতি বছরও মেহেরপুর সদর উপজেলার ২টি এবং গাংনী উপজেলায় ১টি স্থানে গমের ব্লাস্ট রোগ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে।

চাষীদের কথা

মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুল পুর গ্রামের গম চাষী মসলেম উদ্দিন জানান, গম চাষ না করলে খাবার সংকটে পড়তে হয়। সে কারণে গম চাষ করতেই হয়। গম চাষ বন্ধ না করে কিভাবে এ সমস্যা সমাধান করা যায় সে ব্যাপারে সরকারকে জোর দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, ২০১৭ সালে ব্লাস্ট রোগের কারনে গমে কোন ফলন হয নি। ২০১৮ সালেও কিছুটা আক্রান্ত হয়। এবছরও গমে চাষ করেছি । এখনো বলা যাচ্ছেনা কি হবে।

ঝাউবাড়িয়া গ্রামের কৃষক আব্দুল কাদির জানান, গমে ব্লাস্ট রোগের কারণে গত বছর অর্ধেক ফলন হয়েছে। এবার প্রায় দেড় বিঘা জমিতে গমের চাষ করা হয়েছে। গমের চাষ না করলে আমাদের মত চাষীদের বাজার থেকে গম কিনে সংসার চালানো সম্ভব না। দ্রুত এর সমাধান বের করতে হবে।

কৃষি কর্মকর্তার কথা:

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তরের উপ-পরিচালক ড. আখতারুজ্জামান জানান, গবেষণা একটা চলমান প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে বছরব্যাপী গমের ব্লাস্ট বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন কিন্তু গ্রীণ হাউজ ফ্যাসিলিটিজ না থাকার কারণে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনা করবার জন্যে পুরো একটা বছর অপেক্ষা করতে হয়।

তিনি জানান, প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে করে দেখা গেছে, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইন্সটিটউট ইতোমধ্যে ব্লাস্ট প্রতিরোধী বারি গম ৩৩ নামক একটা জাত উদ্ভাবন করেছেন এবং বোরলগ ১০০ নামে আরেকটি ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত অবমুক্তির পর্যায়ে রয়েছে। সিমিট এর গবেষণা থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশে পরীক্ষিত প্রায় ৫হাজার গমের জাত থেকে আরো কিছু ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত পাবার আশা করা হচ্ছে।

ড. আখতারুজ্জামান জানান, গমের ব্লাস্ট রোগ প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করা না গেলেও প্রতিরোধক হিসেবে ভাল কীটনাশক উৎপাদক ও আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানের ঞবনঁপড়হধুড়ষব ৫০%+ঞৎরভষড়ুীং◌ঃৎড়নরহ ২৫% কম্বিনেশনের ছত্রাশনাশক বেশ ভালভাবে কাজ করছে বলে গবেষকেরা নিশ্চিত করেছেন।

ওদিকে সিমিটের তত্বাবধানে ব্রাজিলের গম বিজ্ঞানী ড. মোরিশিও একটা মডেল দাঁড় করানোর নিরন্তর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। প্রতিবেশী দেশ ভারত গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধী কিছু জাত উদ্ভাবনের

দাবী করছে, সেসব জাতের বীজ আমদানীরও চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ড. আখতারুজ্জামান আরো জানান, এ বছর মেহেরপুরে প্রায় ৫০ বিঘা জমিতে ব্লাস্ট প্রতিরোধী বারি গম ৩৩ জাতের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান গুলোর সহায়তায়।

গত বছরে উৎপাদিত বীজ থেকে বেসরকারিভাবে আরো ১০০ বিঘার অধিক জমিতে কৃষকরা বারি গম ৩৩ জাতের গম চাষ করেছেন।

ফলে আশা করা হচ্ছে বারি গম ৩৩ জাতের যে পরিমাণ বীজ এ বছরে মেহেরপুর জেলাতে উৎপাদিত হবে তাতে করে আগামী বছর মেহেরপুরের সর্বত্র গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধি বারি গম ৩৩ জাতটি ছড়িয়ে পড়বে। তাই গমে চাষের ব্যাপারে ২০১৬ সাল থেকে কৃষকদের মধ্যে যে অনীহা ও ভীতি ছিল সেটা আগামী বছর থেকে দূর হওয়ার আশা করা হচ্ছে।

- নিজস্ব প্রতিবেদক

মেহেরপুরে গাঁজা সহ এক মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে ১৫০শ গ্রাম গাঁজা সহ ইয়ার আলী এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

শনিবার রাতে সদর উপজেলার আলমপুর চার রাস্তার মোড় থেকে আটক করা হয়। আটক ইয়ার আলী আলমপুর স্কুল পাড়ার হযরত আলীর ছেলে।

এই ব্যপারে মেহেরপুর সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মুজিবনগরে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

মুজিবনগরে কেক কাটা ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে পালিত হয়েছে ছাত্রলীগের ৭২ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।

শনিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের আয়োজনে রেষ্টহাউজ কক্ষে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা হয়।

এর আগে উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু।

মোনাখালী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি স্বপণ গাজীর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রোকনুজ্জামান রোকন,

মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি বায়েজীদ হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক শেখ সাকিব,সাবেক সহসভাপতি আনিসুজ্জামান শুভ।

মুজিবনগর সরকারী ডিগ্রী কলেজের সাবেক সভাপতি সাহ্ওলিউল্লাহ সোহাগ।

এ সময় উপজেলা, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সকল নেতাকর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

- মুজিবনগর অফিস

মেহেরপুরে ছাত্রলীগের

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে ছাত্রলীগের ৭২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। শনিবার বিকালে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন এর নির্দেশে নেতা কর্মিরা কেক কেটে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি শাহজাহান আলী, হুমায়ন কবির লিখন, সাইদ আনোয়ার জয়, যুগ্ম সম্পাদক সৌরাব হোসেন সহ ছাত্রলীগের নেতা কর্মিরা।

গাংনীতে কেক কেটে ছাত্রলীগের ৭২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করেছেন ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।

আজ শনিবার সকালে গাংনী শহরে একটি র্যালী শেষে শহীদ রেজাউল চত্বরে আলোচনাসভা শেষে কেক কেটে এ প্রতিষ্ঠা বাষিকী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজামান খোকন।

গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের সভাপতি মাহমুদ হাচিবের সভাপতিত্বে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে ৪৯ তম শীতকালীন ক্রিড়া প্রতিযোগীতার পুরুষ্কার বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে ৪৯ তম শীতকালিন ক্রিড়া প্রতিযোগীতার পুরুষ্কার বিতরনী করা হয়েছে। শনিবার মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ পুরুষ্কার বিতরনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেলার ভারপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আমান উদ্দিন মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জেলা প্রশাসক আতাউল গনি।

এসময় জাতীয় স্কুল, মাদরাসা, কারিগরি ক্রিড়া প্রতিযোগীতার বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে সনদ ও পুরুষ্কার তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্তি পুলিশ সুপার হাসিবুল আলম, জেলা প্রধান শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান, শিক্ষা কর্মকর্তা আল-মামুন, শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুব রহমান, সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, উপজেলা একাডেমীক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে গাঁজা রাখার দায়ে একজনের কারাদন্ড

মেহেরপুরে গাঁজা রাখার দায়ে রুবেল হোসেন নামের এক ব্যাক্তির এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত।

শনিবার দুপুরে শহরের ওয়াপদা মোড়ে রুবেল হোসেন কে গাঁজা সহ আটক করা হয়। দন্ডপ্রাপ্ত আসামী রুবেল দীঘিরপাড়ার হেলাল উদ্দিন এর ছেলে।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে তৌহিদুর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর উপ পরিচালক শাহজালাল খান।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মানব সেবাই যার আমৃত্যু সাধনা

পেশায় নার্স রোজ শুধু অসুস্থদের সেবা দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি। মেহেরপুরের মুজিবনগরের নিভৃত পল্লী বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের এই কর্মী রোগীদের সেবার পাশাপাশি গড়ে তুলেছেন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। ওই হাসপাতালে নিজ প্রচেষ্টায় স্থাপন করেছেন স্পেশাল বেবি কেয়ার ইউনিট।

বিভিন্ন এলাকার শিশুরা কম খরচে এখানে সেবা পাচ্ছে। প্রায় ১৭ বছর হলো হাসপাতালে ‘জি ওয়ার্ড’ নামে একটি বৃদ্ধাশ্রমও চালু করেছেন, যেখানে বর্তমানে ১৮ জন নিবাসী রয়েছেন।

হাসপাতালের সঙ্গে নার্সিং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটও প্রতিষ্ঠা করেছেন নার্স রোজ। বর্তমানে সেখানে ৯৬ জন প্রশিক্ষণার্থী রয়েছেন। এখান থেকে প্রতিবছরই প্রশিক্ষণ শেষে নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছেন অনেকে।

স্থানীয় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য গড়ে তুলেছেন কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার। সেখানে ১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী রয়েছেন।

বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট সুজিত মণ্ডল জানান, ইংল্যান্ডে জন্ম নেওয়া রোজ সিস্টার ২২ বছরের বেশি সময় ধরে এই হাসপাতালে নার্স হিসেবে কাজ করছেন। এর পাশাপাশি অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোও তত্ত্বাবধান করেন মমতা দিয়ে, নিষ্ঠার সঙ্গে।

তিনি জানান, রোজ সিস্টার এই মিশন হাসপাতালের প্রাণ।

জিলিয়ান এম রোজ ওরফে রোজ সিস্টারের বয়স এখন ৮০ বছর ছুঁই ছুঁই। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসেছিলেন। একপর্যায়ে জড়িয়ে পড়েন চিকিৎসাসেবায়। ১৯৮১ সাল থেকে সেবিকা হিসেবে মিশনারি হাসপাতালে যোগ দেন। মানুষের সেবায় আত্মনিবেদিত এই মানুষটি এখন এলাকায় একনামে রোজ সিস্টার হিসেবে পরিচিত।

রোজের বাবা সিএ রোজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ১৯৩৯ সালে দক্ষিণ ইংল্যান্ডে জন্ম

নেওয়া রোজ ছোটবেলায়ই বাবাকে হারান। মায়ের সংসারে একমাত্র ভাইয়ের সঙ্গে ভালোই চলছিল রোজের। তরুণ বয়সেই নিয়ে ফেলেন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত। তা হচ্ছে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ। ১৯৬৪ সালে ২৫ বছর বয়সে খ্রিস্টের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে আসেন এ দেশে।

১৯৮১ সালে ধর্মপ্রচার ছেড়ে সরাসরি চিকিৎসাসেবার মাধ্যমে মানবসেবার সিদ্ধান্ত নেন রোজ। নার্স হিসেবে শুরু করেন মানবসেবা। মাঝখানে ১৯৮৬ সালে বয়োবৃদ্ধ মায়ের সেবার জন্য দেশে ফিরে যান। তবে মা মারা গেলে ওই বছরই ফিরে আসেন বাংলাদেশে। এরপর প্রায় তিন দশকের অধিক সময় ধরে বল্লভপুর মিশন হাসপাতালে সেবিকা হিসেবে সেবা দিচ্ছেন।

মানবসেবায় নিবেদিত এ মানুষটির ব্যক্তিগত জীবনে সংসারী হয়ে ওঠা হয়নি। তাঁর একমাত্র ভাই ডক্টর ডি এ রোজ ইংল্যান্ডে থাকেন পরিবার নিয়ে।

তিনি বল্লভপুর মিশন হাসপাতাল থেকে কোনো বেতন নেন না, ব্রিটিশ সরকারের পেনশনে চলে রোজের সংসার। অন্যদিকে বিভিন্ন দাতা সংস্থা থেকে কিছু অর্থ নিয়ে ও নিজের থেকে কিছু অর্থ দিয়ে বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের দরিদ্র রোগীদের সেবা দেন তিনি।

কথা হয় জিলিয়ান এম রোজের সঙ্গে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ তবুও কর্মচঞ্চল রোজ বলেন, ‘মানবসেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। আমার এই সেবার কার্যক্রমে পরিবারের লোকজনও সন্তুষ্ট। আমি যত দিন বেঁচে থাকব, তত দিন এভাবে সেবা দিয়ে যাব।

পৃথিবীতে এসেছি সেবা দিতে। বৃদ্ধদের জন্য কেউ কিছু করে না। তাই আমি নিজে একটি বৃদ্ধাশ্রম খুলেছি। সেখানে তাঁরা যেন ভালোভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারেন।’

রোজ সিস্টার হাসপাতালের রোগী ও প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। মানবসেবায় তিনি যেমন পেয়েছেন আত্মার প্রশান্তি, তেমনি হয়ে উঠেছেন সবার আপনজন। সেবা দিতে গিয়ে এলাকার মানুষের সঙ্গে গড়ে উঠেছে তাঁর আত্মার সখ্য।

অশীতিপর এই বয়সে চলার শক্তি অনেকটা কমে গেলেও দমে যাননি শীর্ণকায় এই আত্মপ্রত্যয়ী নারী।

তবে নিজ দেশ ছেড়ে সুদূর এই দেশে মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকলেও পাঁচ বছর পর পর পাসপোর্ট নবায়ন করতে গিয়ে রোজকে পড়তে হয় বিড়ম্বনায়।

নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু ইতিবাচক সাড়া এখনো পাননি। তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দিলে একদিকে ভিসা জটিলতা থেকে তিনি মুক্তি পেতেন, অন্যদিকে মানবসেবী এই নারীকে প্রকৃত সম্মানও দেওয়া হতো বলে বলে মনে করেন স্থানীয় ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস।

বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের সব কার্যক্রম চলে চার্চ অব বাংলাদেশের অনুমোদনে। ১৯৮৯ সালে চার্চ অব বাংলাদেশ খ্রিস্টানপ্রধান বল্লভপুরে প্রায় তিন একর জমির ওপর এ হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠান করেন।

এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে নার্সিং প্রশিক্ষণের ছাত্রী মেরি মণ্ডল ও শিলা মণ্ডল বলেন, ‘জুলিয়ান এম রোজ একটি আদর্শ। আমাদের মায়ের মমতা দিয়েই কাজ শেখান তিনি। তাঁকে আদর্শ হিসেবে নিয়ে আমরাও তাঁর মতো জীবন গড়তে চাই।’

বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন জানান, এখানে সেবা নিতে আসা রোগীদের সঙ্গে জুলিয়ান এম রোজের এক প্রকার সখ্য গড়ে উঠেছে। মায়ের মমতা মাখা হাত দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। সেবা করতে গিয়েই এলাকার মানুষের হৃদয়ে এক অন্য রকম জায়গা করে নিয়েছেন রোজ। এলাকার রোগী ও সাধারণ মানুষ জিলিয়ানকে খুবই আপনজন হিসেবে দেখে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, ‘জিলিয়ান এম রোজ বাংলাদেশকে ভালোবেসে দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীণ মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।’

- মর্তুজা ফারুক রুপক

সম্মাননা স্বীকৃতি পেলো

সাংবাদিক এ সিদ্দিকি শাহিন

মেহেরপুর প্রতিদিনের গাংনী প্রতিনিধি এ সিদ্দিকি শাহিন ‘আলোর পথে আমরা’ সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা পেয়েছেন।

শুক্রবার বিকালে সংঘঠনের পক্ষ থেকে তাকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।

তার এই সম্মননা প্রাপ্তিতে মেহেরপুর প্রতিদিনের পক্ষ থেকে সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, প্রকাশক এম.এ.এস ইমন, যুগ্ম সম্পাদক আল-আমীন, চীফ রির্পোটার মর্তুজা ফারুক রুপক, স্টাফ রির্পোটার পারভেজ, পিয়াল, ওবায়দুল, শাকিল সহ মেহেরপুর পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে অভিন্দন জানানো হয়।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

সপ্তাহের সেরা কন্টেন্ট নির্মাতা শিক্ষক নরুন নাহার

ডিজিটাল কন্টেন্টে এ সপ্তাহে সেরা হয়েছে মেহেরপুর সদর উপজেলার কাঠাল পুতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক নুরুন নাহার।

প্রধান মন্ত্রির কার্যালয়ের এ২আই প্রকল্পের অধিনে পরিচালিত শিক্ষা বিভাগের জনপ্রিয় ওয়েব পোটাল শিক্ষাক বাতায়ন নিয়োমিত কন্টেন্ট আপলোড করেন শিক্ষক নুরুন নাহার।

চলতি সপ্তাহে তিনি শিক্ষকদের মধ্যে সেরা কন্টেন্ট নির্মাতা হিসেবে নির্বাচন হয়েছেন।

শিক্ষক নরুন নাহার ৪র্থ শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে কন্টেন্ট তৈরি করেন এবং ২০১৫ সাল থেকে এই কন্টেন্ট আপলোড করেন।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীর পল্লীতে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক যৌন হয়রানির শিকার স্কুল ছাত্রী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার শালদহ গ্রামের এস এ আর বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীর যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষার্থী ঐ বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে প্রধান শিক্ষক এনামুল ইসলাম যৌন হয়রানি করে বলে এলাকায় গুঞ্জন ওঠে। পরে এর সত্যতাও পাওয়া যায়।

যৌন হয়রানির শিকার ঐ ছাত্রীর বাবাকে হুমকি ধামকিও দেয় প্রধান শিক্ষক এনামুল ইসলাম।

ভুক্তোভুগি ছাত্রীর বাবা একজন গরীব দিনমজুর। সে শালদহ গ্রামের বাসিন্দা।

প্রথম দিকে মেয়েটির বাবা এর প্রতিবাদ করলেও হুমকির পর থেকে সে আর মুখ খুলতে চাননি।

তবে ভুক্তোভোগি ছাত্রী জানায়, প্রধান শিক্ষক এনামুল ইসলাম জেএসসি পরীক্ষায় রেজিষ্ট্রেশন পত্রে তার ছবি ভুল হওয়ায়। সে ঐ ছাত্রীর বাড়িতে দুপুরের দিকে আসে। সে সময় ঐ ছাত্রী বাড়ি পরিষ্কারের কাজে ব্যাস্ত ছিল। তার মা দোকানে সদায় করতে গিয়েছিল। সে সময় বাড়িতে আর কেউ ছিলনা। বাড়ি ফাঁকা দেখে প্রধান শিক্ষক ছাত্রীর ঘরে উঠে পড়ে।

এসময় ঐ ছাত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করলে শিক্ষক বলে তোমার ছবি ভুল হয়েছে। এসব কথা বলে এক সময় তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে হাত দিলে। ঐ ছাত্রী তাকে তিরস্কার করে এবং বলে আমি চিৎকার করব। এসময় ঐ শিক্ষক ঘরের বাইরে চলে আসে এবং ঐ ছাত্রীকে বিষয়টি ধামাচাপা দিতে কিছু টাকা দিতে গেলে ঐ ছাত্রী তা প্রত্যাক্ষান করে।

এদিকে বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে, প্রধান শিক্ষক এনামুল ইসলাম এলাকার কিছু প্রভাবশালী লোকদের হাত করে ছাত্রীর বাবাকে হুমকি ধামকি দেয় বলে জানা যায়।

তবে কেউ কেউ জানিয়েছেন, ঐ ছাত্রীর বাবাকে কিছু টাকা দিয়ে বিষয়টি ধামাচাপা দিয়েছে।

জানতে চাইলে ঐ ছাত্রীর বাবা সাংবাদিকদের বলেন, আমরা গরীব মানুষ আমার মেয়ে ভাল আছে। তাছাড়া তেমন কিছুই হয়নি। মেয়েকে বিদ্যালয়ে না দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, মেয়ের বয়স হয়েছে তার বিয়ে দিতে হবে। তাছাড়া গরীব মানুষের মেয়ে লেখা পড়া চালানো সম্ভব না। তাই মেয়েকে বিদ্যালয়ে আর পাঠাবনা।

মেয়ের বাল্য বিয়ে দিলে জেলা জরিমানা হতে পারে এমন কথা বললে তিনি বলেন মেয়েকে অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি করব। কিন্তু ঐ বিদ্যালয়ে পাঠাবনা।
এদিকে প্রধান শিক্ষক এনামুল ইসলামের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌন হয়রানির ব্যাপারে একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে অনেকে জানান।

জানতে চাওয়া হলে প্রধান শিক্ষক এনামুল ইসলাম বলেন, আমার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ একেবার মিথ্যা। আমাকে ফাঁসানোর জন্য এসব মিথ্যা কথা রটানো হচ্ছে।
এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এলাকায় আমার কিছু প্রতিপক্ষ রয়েছে তারা আমার বিরুদ্ধে এ সব অপপ্রচার চালাচ্ছে। কারা এবং কেনই বা অপপ্রচার চালাচ্ছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে মোবাইলে না বলে সরাসরি বলবেন বলে বিষয়টি এড়িয়ে যান।

- গাংনী প্রতিনিধি